কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের

আকীদা (বিশ্বাস)

Khatme Nubuwwat Academy
387 KATHERINE ROAD FOREST GATE
LONDON E7 8LT UNITED KINGDOM
Phone : 020 8471 4434
Mobile : 0798 486 4668, 0795 803 3404
Email : khatmenubuwwat @hotmail. Com

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মীর্জা গোলাম আহমদ লিখেছে ;

১। আমাদের মাযহাব হল, যেই ধর্মে নবুওয়তের ধারাবাহিকতা নেই সে ধর্ম মুরদা(মরা)। (মালফুজাত খন্ড ১০, পৃ.১২৭)

২। মেথর এবং ভাঙ্গিও নবী-রাসূল হতে পারে।

(রুহানী খাজাঈন খন্ড ১৫, পৃ. ২৭৯)

৩। শয়তানী কথাবার্তার অনুপ্রবেশ নবী ও রাসূল গনের অহীর মধ্যেও হয়ে যায়। (রুহানী খাজাঈন খন্ড ৩ পৃ. ৪৩৯)

৪। محمد رسول الله والذين معه কুরআনের এঅহীর মধ্যে আমার নাম মুহাম্মদ এবং রাসূল রাখা হয়েছে।

, (রুহানী খাজাঈন খন্ড ১৮, পৃ. ২০৭)

৫। আমার দাবী যে, আমি নবী ও রাসূল।

(আনোয়ারুল উলুম খন্ড ২, পৃ. ৫১৫)

৬। সত্য খোদা তিনি, যিনি কাদিয়ানে স্বীয় রাসূল পাঠিয়েছেন।

(রুহানী খাজাঈন খন্ড ১৮, পৃ. ২৩১)

৭। আমি ঐ খোদার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রান, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন। (রুহানী খাজাঈন খন্ড ২২ পৃ. ৫০৩)

৮। আমি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক নবী, যদি আমি এতে অস্বীকার করি আমার গোনাহ হবে। যে অবস্থায় খোদা আমার নাম রেখেছেন আমি তা কীভাবে প্রত্যাখ্যান করি। আমি সেটার উপর অটল থাকব মরনের পূর্ব পর্যন্ত।

(আখেরী মাকতুব আখবারে আম উদ্ধৃত ২৬ শে মে ১৯০৮ ইং)

(হাকীকাতুন নবুওয়াহ মীর্জা মাহমুদ পৃ. ২৭১)

৯। আসমান হতে বেশ কটি সিংহাসন অবতীর্ন হয়েছে, এতে তোমার সিংহাসন সবার উপরে বিছানো হয়েছে।

(রুহানী খাজাঈন খন্ড ২২, পৃ. ৯২)

১০। আমার এ কদম এমন এক মিনারার উপর যা সর্ব উর্দ্ধে ।

(খুতাবাহ ইলহামিয়্যাহ রুহানী খাজাঈন খন্ড ১৬, পৃ. ৭০)

পাঠক মহোদয়গন ঃ-

উপরোক্ত কথা গুলো কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নিজস্ব। যা উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা কথা গুলো পড়ুন এবং গভীর ভাবে পর্যালোচনা করুন এবং বলুন এসব কথা কোন মুসলমান আকীদা হিসেবে পোষন করতে পারে?। যদি না পারে এবং অবশ্যই পারেনা তা হলে আপনারাই ফয়সালা করুন। কাদিয়ানী আকীদা মুসলমানদের আকীদার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? এবার মীর্জা গোলাম আহমদের দ্বিতিয় স্থলাভিষিক্ত, মীর্জা বশীরুদ্দিন মাহমুদ (মীর্জা তাহের কাদিয়ানীর পিতা) এর আকীদার প্রতি লক্ষ্য করুন।

* ইসলামী শরীয়তে নবীর যে অর্থ বোঝায় সে অর্থে হযরত মীর্জা গোলাম আহমদ অবশ্যই মাজাজী নবী নন বরং তিনি হাকীকি অর্থাৎ আসল নবী। (হাকীকাতুন নবুওয়াহ পৃ. ১৭৪)

* একথা অবশ্যই সঠিক, প্রত্যেক ব্যক্তি উন্নতী করতে পারে এবং বড় হতে ও বড় দরজা পেতে পারে। এমন কি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ স. চেয়েও বেড়ে যেতে পারে। (আল ফজল ১৭ই জুলাই ১৯২২ইং)

* হযরত মাসীহে মাওউদ আ. অত্যন্ত শক্ত ভাবে তাগীদ দিয়েছেন (কোন অ আহমাদিয়ার পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ নহে। অ আহমদিয়াদের পেছনে নামাজ না পড়া উচিত। অ আহমদিয়ার পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ নহে। জায়েজ নহে, জায়েজ নহে।

(আনোয়ারে খেলাফত পৃ.৮৯ আনোয়ারুল উলূম, খন্ড ৩, পৃ.১৪৭)

এর দ্বার পরিস্কার বোঝা যায় যে, কাদিয়ানীদের আকীদা এবং মুসলমানদের আকীদা ভিন্ন। মুসলমান এবং কাদিয়ানীদের আকীদা এক মনে করা মোটেও সঠিক নয়।

এখন দলের প্রতিষ্ঠাতার দ্বিতীয় পুত্র মীর্জা বশীর আহমদ (এম, এ) এর আকীদাও লক্ষ করুন।

১। মসীহে মাউদ (মীর্জা কাদিয়ানী) খোদ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন, যে কারনে আমাদের কোন নতুন কালেমার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর পরিবর্তে যদি অন্য কেউ আসতো তা হলে প্রয়োজন হতো। (কালেমাতুল ফসল পৃ. ১৫৮)

২। যে, ব্যক্তি মুসা আ. কে তো মানে কিন্তু ঈসা আ. কে মানে না অথবা ঈসা আ. কে তো মানে কিন্তু মুহাম্মদ স. কে মানে না। অথবা মুহাম্মদ স, কে তো মানে,কিন্তু মাসীহে মাউদ (মীর্জা কাদিয়ানী) কে মানে না সে, শুধু কাফের নয় বরং পাক্কা কাফের সে ইসলামের গন্ডি হতেও খারীজ। (কালেমাতুল ফাসল পৃ. ১১০)

এর দ্বারা বোঝা যায় মুসলমানদের আকীদা ভীন্ন এবং কাদিয়ানীদের আকীদা ভীন্ন। মুসলমানদের আকীদায় হুজুর স. এর পরে নবুওয়তের দাবী করা কুফরী। যেখানে কাদিয়ানীদের আকীদায় গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী না মানা কুফরী। এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, মুসলমানদের আকীদা এবং কাদিয়ানীদের আকীদা এক ধারনা করা মোটেই জায়েজ হবেনা। এবার দেখুন, মীর্জা গোলাম কাদীয়ানী কীভাবে নিজ কে নিজে মুহাম্মদ স. হতে উত্তম বলে ধারনা করে।

لہ خسف القمر المنیر وان لی -- غسا القمران المشر قان اتنکر

অর্থ ঃ- হুজুর আকরাম স. এর জন্য চন্দ্র গ্রহনের নিশান প্রকাশ করা হয়েছে। আর আমার জন্য চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের গ্রহন কে নিশান প্রকাশ করা হয়েছে।

(এজাযে আহমদী রুহানী খাজাঈন খন্ড ১৯ পৃ. ১৮৩)

انبیاء گرچہ بودہ اند بسے -- من بعرفاں نہ کمترم ز کسے

অর্থ ঃ- যদিও দুনিয়াতে অনেক নবীর আগমন ঘটেছে তবে মারফতের লাইনে আমি কারো চাইতে কম নই।

(নজুলুল মাসীহ, রুহানী খাজাঈন খন্ড ১৮ পৃ. ৪৭৭)

روضہ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک - میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وبار

অর্থঃ- আদম আ. রওজা শরীফ এখনো অপরিপূর্ন, আমার আগমনে সব কিছু পরিপূর্ন হয়েছে।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এক বিশেষ কবি, নিম্নোক্ত কবিতা তার সামনে পড়েছে, এতে মীর্জা কাদিয়ানী খুব পছন্দ করেছে, এবং উক্ত কবি কে উপহার দিয়েছে। উক্ত কবিতাগুলি দেখুন এবং তার আকীদা সম্পর্কে অবগত হউন।

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں ۔۔ اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل ۔۔ غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(কাদিয়ানী আখবারে বদর ২৫শে অক্টোবর ১৯০৬ইং)

অর্থঃ- মুহাম্মদ স. পুনরায় আমাদের মধ্যে আগমন করেছেন, এবং পূর্বের চাইতে অধিক শান শওকতের মাধ্যমে। মুহাম্মদ স. কে কেহ পরিপূর্ন ভাবে দেখতে চাইলে তবে কাদিয়ান নগরে গোলাম আহমদকে দেখুন।নাউযুবিল্লাহ

এর দ্বারাও বোঝা যায় মুসলমান এবং কাদিয়ানীদের মধ্যে আকীদাগত কত বড় পার্থক্য। মুসলমানদের আকীদা হল হুজুর স. হতে উত্তম আর কেহ নেই, কিন্তু কাদিয়ানী আকীদা মতে গোলাম কাদিয়ানী হল পরিপূর্ন।

যারা কাদিয়ানীদের আকীদা মানেনা তাদের ব্যাপারে কাদিয়ানীদের ধারনা কি? দেখুন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখে

ان العدو صاروا اخنازير الفلاء۔ ونسائهم من دونهم الاكلب

অর্থঃ- আমাদের শত্রুরা মাঠের শুকুর হয়ে গেছে আর তাদের মহিলারা কুকুরের চাইতেও অধম।

(নজমুল হুদা, রুহানী খাজাঈন খন্ড ১৪পৃ. ৫৩)

গোলাম কাদিয়ানী বলে, আমার কিতাব দ্বারা তারাই অনেক উপকৃত যারা আমাকে গ্রহন করে আমার দাওয়াতকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কনজরীদের (বেশ্যা) আওলাদগন আমাকে মানে না।

(খোলাসা বয়ান, আইনায়ে কামালাত, রুহানী খাজাঈন খন্ড ৫ পৃ. ৫৪)

উক্ত জামাতের দ্বিতীয় খলীফা মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদের আকীদা হল।

** আমাদের জন্য ফরজ যে অ আহমদীদের (অর্থাৎ মুসলমান) কে মুসলমান ধারনা না করা, তাদের পেছনে নামাজ না পড়া, কারন তারা আমাদের ধারনা মত আল্লাহর এক জন নবী, (অর্থাৎ গোলাম কাদিয়ানী) কে অস্বিকার করে। এটা দ্বীনের ব্যাপার, এখানে কারো,ইখতিয়ার নেই।*

** সকল মুসলমান যারা মাসীহে মা'উদ (মীর্জা গোলাম আহমদ) এর হাতে বায়আত করেনি। চাই সে মসীহে মা'উদ এর নামও শুনেনি, তারা কাফের, ইসলামের গন্ডি হতে খারিজ হয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি এটাই আমার আকীদা।*

(আঈনায়ে সাদাকাত ৩৫ পৃ. আনোয়ারুল উলূম খন্ড ৩ পৃ. ১১০)

(বারাহীনে আহমদিয়, রুহানী খাজাঈন খন্ড ২১ পৃ. ১৪৪)

এসব আকীদ পোষন করে কোন কাদিয়ানী কি বলতে পারে? আমরা মুসলমানদের ধর্ম পোষন করি? কখনো এমন নয়। বরং তাদের ধর্মমত আলাদা এবং মুসলমানের ধর্মমত আলাদা।

উভয় ধর্মের পরস্পরে কোন সম্পর্ক নেই। তাদের স্বীকারোক্তি উপরোক্ত আকীদা সমূহে বিদ্যমান, সত্য বলতে কি প্রত্যেক কাদিয়ানীর জন্য উপরোক্ত আকীদা সমূহ মান্য করা বাধ্যতামূলক। না মানলে সে কাদিয়ানী হতে পারবেনা।

এমতাবস্থায় কাদিয়ানীরা যদি বলে বেড়ায় যে, আমাদের এবং মুসলমানদের মাজহাব এক, তাহলে তা সম্পূর্ন মিথ্যা বলল।এটা মূলত অজ্ঞ মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্যেই বলে থাকে।

মনে রাখবেন ঃ-

কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্য মীর্জা গোলাম কাদিয়ানীর পূর্বেকার দৃষ্টি ভঙ্গির আশ্রয় নিয়ে থাকে। এবং বলে এটাই আমাদের আকীদা বিশ্বাস। অথচ সে সব দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রথম যুগের ছিল। যা বর্তমান উপস্থাপন করা সেটা আর এক ধোকা।

যে সকল কাদিয়ানী উপরোক্ত আকীদা সমূহ অস্বীকার করে। তাদের সাথে তর্কযুদ্ধের পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে লিখিত নেয়া হউক যে, উপরোক্ত আকীদা সমূহ কুফরী আকীদা এবং যারা এতে সন্দেহ করে তারা কাফের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোন কাদিয়ানী সে সৎসাহস করবেনা। যদি আপনাদের এতে সন্দেহ হয় তাহলে তাদের বর্তমান আমীর মীর্জা মাসরুরকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

সমাপ্তঃ-